ধর্ম অবমাননার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়

খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ জয়নুদ্দীন বলেছেন, ধর্ম অবমাননার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সহিংসতা ঘটেছে, তা মোটেই কাম্য নয়।

রোববার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ জয়নুদ্দীন সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এলাকায় অবস্থান করছে। তিনি আরও বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ নিজ উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘটনার আগে প্রশাসনের কাছে গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেরি হলো—এমন প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত ডিআইজি বলেন, তথ্য পাওয়ার পরই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে পুলিশের ব্যর্থতার দায় তিনি নেননি। এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি, তবে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে বলে জানান তিনি।

গত শনিবার দুপুরে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় ‘শামীম বাবার দরবার শরিফ’ নামে পরিচিত স্থাপনাটিতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহত আব্দুর রহমান ওরফে শামীম (৬৫) ওই দরবার শরিফের প্রধান ছিলেন। হামলায় আরও তিন অনুসারী—মহন আলী, জামিরুন নেছা ও জুবায়ের আহত হয়েছেন। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও র্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সংসদ সদস্যও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন।

এদিকে ল ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং পীরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনার পর পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

অপরদিকে বেলা ১টার দিকে দরবার শরিফের প্রধান শামীমের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) হোসেন ইমাম জানান, মরদেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এর মধ্যে মাথায় একটি গভীর ক্ষত পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত আব্দুর রহমান ওরফে শামীম (৬৫) পীরের ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ তাঁর গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হচ্ছে। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পাঁচ শ বিঘার মাঠ এলাকার কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

জানা যায়, জীবিতাবস্থায় তিনি উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘শামীম বাবার দরবার শরিফে’ই সমাহিত হতে চেয়েছিলেন। তবে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতায় পরিবার তাঁকে গ্রামের বাড়িতে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

খুলনা রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি রেজাউল হকসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল পাঁচটার সময় মেহেরপুর শহরের নায়েব বাড়ি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শূভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে শহরের কালীবাড়ি মন্দির পরিদর্শন করেন ডিআইজি সহ পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ সময় পূজা মন্ডপের দায়িত্বে থাকা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় করেন পূজা মন্ডপগুলিতে আগত ভক্তদের সাথেও কথা বলেন তিনি বলেন সারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসব মুখর পরিবেশে সকল পূজা উদযাপনের আহ্বান জানান।

এ সময় ডিআইজি রেজাউল হক বলেন, সারাদেশের মত মেহেরপুরে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে। কোন অপীতিকার ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তায় বলয় তৈরি করা হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এ সময় খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি অপারেশন হাসানুজ্জামান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানমসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ ওসি দর্শনা থানার বিপ্লব কুমার শাহ

খুলনা রেঞ্জের ১০ জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন চুুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার শাহা,এস আই খাঁন আব্দুর রহমান,এ এস আই বশির আহম্মেদ।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মইনুল হক, বিপিএম (বার) সিপিএমের সভাপতিত্বে জানুয়ারি ২০২৩ মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় ওয়ারেন্ট তামিল, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, মামলা নিষ্পত্তি সহ দর্শনা থানার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বিপ্লব কুমার শাহ অফিসার ইনচার্জ, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা কে খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে ঘোষণা করেন।

অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা, দর্শনা থানার এস আই খাঁন আব্দুর রহমান, এ এস আই বশির আহম্মেদকে শ্রেষ্ট ক্রেষ্ট তুলে দেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মইনুল হক, বিপিএম (বার তাদের হাতে। তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল অফিসার ফোর্সসহ সকল পুলিশ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা বাসী ও সকল শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), মোঃ নিজামুল হক মোল্যা, সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ নিজামুল হক মোল্যা, অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), জয়দেব চৌধুরী বিপিএম- সেবা, অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট), মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম, অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্) খুলনা রেঞ্জ, আরআরএফ, খুলনা সহ রেঞ্জ কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার পুলিশ সুপারবৃন্দ ও খুলনা রেঞ্জের ইন-সার্ভিস টেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।